কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
(মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি সহ নিয়োগ প্রাপ্ত)

ডিও নংঃ এনএইচআরসিবি/চেয়ারঃ/৪১৯/১৬-৪২ তারিখঃ ২৮/০৫/১৮

প্রিয় মন্ত্রী মহোদয়,

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

দেশে জঙ্গিবাদ নিরসনে সরকারের সাফল্যের জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলের মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে এই প্রত্যাশা করছি।

আপনি অবগত আছেন যে, সরকারের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিশন দেশের মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মাদক একটি মরণ নেশা এবং জাতীয় শত্রু। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল মাদকমুক্ত জাতি গড়ে তোলা। জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দেওয়ার জন্য দেশকে মাদকমুক্ত করার কোন বিকল্প নেই। মাদকের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাই মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারের প্রাথমিক রক্ষাকর্তা হল রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্র এবং সকল সরকারি সংস্থা সংবিধানে সুরক্ষিত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ। সম্প্রতি মাদক বিরোধী অভিযানে বহু অভিযুক্ত মাদক ব্যবসায়ী নিহত এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের আহত হওয়ার ঘটনা দেশব্যপী উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে বহু হতাহতের প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় মাদক ব্যবসায়ীদের আক্রমণের শিকার হয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাল্টা গুলি ছুঁড়তে হচ্ছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে গত ১৩ দিনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মাদক ব্যবসায়ীদের বন্দুকযুদ্ধে ৮৪ জন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে মর্মে গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৩) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন। তাই এই অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অতএব, মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার সময় অভিযুক্ত আসামি, সন্দেহভাজন ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মানবাধিকারের বিষয়টি যাতে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় এবং সংবিধানে বর্ণিত অধিকার যেন সুরক্ষিত হয় সে বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

অনেক অনেক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা,

কাজী রিয়াজুল হক ২৮/৫/২০১৮
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আসাদুজ্জামান খাঁন
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার